যুগান্তর

তারিখ ... 5 OCT 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪ ...

ঢাকা পলিটেকনিকে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ : গ্রেফতার ৩

যুগান্তর রিপোর্ট :

ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে রোববার দুপুরে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় উভয় পক্ষের সদস্যরা লাঠিসোটা, রামদা ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে। ঘটনার দিন পলিটেকনিকের লতিফ-ছাত্রাবাসে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রসহ ছাত্রলীগের ৩ ক্যাডারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, সকাল ১১টার দিকে ক্যাম্পাসে নবীন ছাত্রদের স্বাগত জানিয়ে ছাত্রলীগের কমলেশ-চিকা রাসেল গ্রুপ এবং শাহিন-জাকির গ্রুপ আলাদা মিছিল বের করে। মিছিলকারীরা ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে ছাত্রলীগের পক্ষে শুভেচ্ছা জানায়। এ সময় কমলেশ-চিকা রাসেল গ্রুপের নেতাকর্মীরা ক্লাস থেকে শিক্ষকদের বের করে দিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য দেয়া শুরু করে। শাহিন-জাকির গ্রুপের সদস্য ও চতুর্থ কেমিক্যাল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রনি এ ঘটনার প্রতিবাদ জানালে রাসেল গ্রুপের নেতাকর্মীরা তাকে বেদম মারধর করে। পরে দুই কেমিক্যালের সিনিয়র ছাত্র ও শিক্ষকরা বিষয়টি মীমাংসা করে দেয়। দুপুর ১২টায় ক্লাস থেকে বের হলে দ্বিতীয় দফায় আবারও রনিকে মারধর করে কমলেশ-চিকা রাসেল গ্রুপের কর্মীরা। এ খবর শাহিন গ্রুপের সদস্যদের কাছে পৌঁছলে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এর জের ধরেই বিকাল ৩টায় কমলেশ-চিকা রাসেল ও শাহিন-জাকির গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। একে অপরকে ঘায়েল করতে আগ্নেয়াস্ত্র ও লাঠিসোটা ব্যবহার করে তারা। এ সময় পার্শ্ববর্তী রাস্তায় যানবাহন ও দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতংক। এক পর্যায়ে শাহিন-জাকির গ্রুপের কর্মীরা লতিফ ছাত্রাবাসে ঢুকে পড়ে। পরে কমলেশ ও চিকা গ্রুপের নেতাকর্মীরাও লতিফ ছাত্রাবাসে প্রবেশ করলে আবার ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়। উভয় গ্রুপের নেতাকর্মীরা হলের ৫-৬টি কক্ষ ব্যাপক ভাংচুর করে। পরে পুলিশ লতিফ ছাত্রাবাসে অভিযান চালিয়ে ছাত্রলীগ ক্যাডার হাসান, শাওনসহ তিনজনকে গ্রেফতার করে। ছাত্রাবাস থেকে রড, লাঠি ও দুটি দাসহ বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশি অভিযানের সময় ওই হলের দোতলা ও তিনতলার কয়েকটি কক্ষ থেকে ইটভর্তি ৫-৬টি ট্রাংক, ব্রিফকেস উদ্ধার করা হয়। ঢাকা পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী জানান, জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।